ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 123 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৭৯ ● কলকাতা ● ৩১ আশ্বিন, ১৪৩২ ● শনিবার ● ১৮ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব ৪৬

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

বিচার আমাদের প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কারণ যখনই আমরা প্রকৃতির সান্নিধ্যে যাই, বিচার নিজেই বন্ধ হয়ে যায়। গুরুদেব আমাকে এমন ব্যস্ত রেখেছিলেন যে বিচার করার সময়ই ছিল না আর সব কাজ প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে করতে হত, তাই অজান্তে প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ মিলত। আর প্রকৃতি থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ মিলত। কখন কখন মনে হত যে প্রকৃতির নিয়ম হল, "যে শক্তিশালী, সে বেঁচে থাকে। যারা দুর্বল প্রাণী, তারা মারা যায়।" কিন্তু কিছু ঘটনা এরকম জেনেছি যারা দুর্বল প্রাণী, কিন্তু একত্রে থাকে, তারা শক্তিশালী প্রাণীর উপরও ভারী পড়ে, মানে সামুহিক শক্তি এক শক্তিশালী প্রাণীর উপরও ভারী পড়ে। ক্রমশঃ

ভবানীপুরের আউটসাইডার মন্তব্যে গোদি মিডিয়াকে দায়ী করলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভবানীপুরের 'আউটসাইডার' মন্তব্য নিয়ে ঘনিয়ে ওঠা বিতর্কে সরাসরি জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার গিরিশপার্কে ফাইভ স্টার স্পোর্টিং ক্লাবের কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'আমার একটি কথার অন্য অর্থ বের করা হয়েছে।এই মন্তব্যই ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা। বিরোধীরা অভিযোগ তোলে, মুখ্যমন্ত্রী নাকি 'বহিরাগত' শব্দে অন্য অর্থ দিয়েছেন। তবে এ দিন সেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে মমতা স্পষ্ট জানালেন, 'ভবানীপুর আমার বাড়ি, এখানকার সকলে আমার নিকটজন। আমি এখানকার কারও বিরুদ্ধে বলিনি। আমি শুধু চেয়েছি, গরিব মানুষ যেন বাঁচে, বস্তির মানুষ যেন জায়গা পায়।'

বিতর্কের মাঝেও তাই শুক্রবার গিরিশপার্কে কালীপুজোর উদ্বোধনী মঞ্চে ফের শোনা গেল তাঁর সেই চেনা আত্মবিশ্বাসী সুর. 'আমি যা বলি, গদি মিডিয়া তার

এরপর ৩ পাতায়

বাংলা মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়', বিস্ফোরক রাজ্যপাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দেশের মধ্যে নিরাপদতম শহর কলকাতা। সম্প্রতি প্রকাশিত ২০২৩ সালের ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (NCRB)-র রিপোর্টে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজাও বাধে। এই আবহে দুর্গাপুরকাণ্ডের পর রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বললেন, 'রাজ্যে মেয়েরা নিরাপদ নয়।' এই নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে পাঠানো রিপোর্টে যা বলার বলেছেন বলে জানালেন তিনি।মেয়েদের উপর সবচেয়ে বেশি আক্রমণ হয় রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ তারপর মধ্য প্রদেশে। এটা আমাদের তৈরি রিপোর্ট নয়, এটা রাজ্যপাল জানেন না? পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে রাজ্যপালের এই রিপোর্ট ভুল এবং রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক। তিনি বিজেপির কথাতেই এরকম রিপোর্ট দিচ্ছেন এবং কথা বলছেন। একটা কথা আমি বলতে পারি, রাজভবন মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়। ফলে রাজ্যপালের মুখে এসব কথা মানায় না।" দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর বেড়েছে। দিন তিনেক আগে নির্যাতিতাকে দেখে দুর্গাপুরে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল বোস। সেইসময় তিনি বলেছিলেন, "বাংলার মানুষ রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছেন।" দুর্গাপুরকাণ্ড নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তিনি। এবার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্যপাল বললেন, "বাংলা মেয়েদের জন্য নিরাপদ নয়।

আইনশৃঙ্খলা অবস্থা ভাল নেই। এটা আমার মতামত।" ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাঁর এই উপলব্ধি হয়েছে বলে রাজ্যপাল জানান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে পাঠানো রিপোর্টে যা জানানোর জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যপালের এই মন্তব্য নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, "বাংলা মেয়েদের জন্য নিরাপদ। এটা বলছে এনসিআরবি রিপোর্ট।

সারদাকাণ্ডে জামিন-মামলায় আপাতত স্বস্তি রাজীব কুমারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা : সারদাকাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে জামিন-মামলার শুনানিতে আপাতত স্বস্তি পেলেন ডিজি রাজীব কুমার। রাজীব কুমারের জামিনের বিরুদ্ধে C B I - এর আবেদন বাতিল করল সুপ্রিম কোর্ট। তবে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে C B I - এর আদালত অবমাননার অভিযোগ ছিল, তা বাতিল হয়নি। ৮ সপ্তাহ পরে তা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট।তখন CBI-এর আইনজীবী, সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, CBI পশ্চিমবঙ্গে তদন্তের জন্য গিয়েছিল। স্থানীয় পুলিশ, একজন অফিসারকে মারধর করে। কলকাতা পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। CBI অফিসারের বাসভবন ঘেরাও করা হয়। এটি একটি

এরপর ৩ পাতায়

ছাব্বিশের ভোটের আগেই বহু পুরসভায় চেয়ারম্যান বদল হতে পারে, সমীক্ষা চলছে কালীঘাটে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত বছর ২১ জুলাইয়ের ঘটনা। তৃণমূলের শহিদ সমাবেশের মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাবেই জানিয়েছিলেন, বহু পুরসভায় রদবদল অনিবার্য। 'লোকসভা ভোটে কোনও পুরসভায় তৃণমূল পিছিয়ে থাকলে সেখানে শুধু চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেবে তা নয়।সন্দেহ নেই, পুরসভা স্তরে এই রদবদল তৃণমূলের অন্দরমহল আন্দোলিত করে তুলতে পারে। কারণ, এই বদলের আরও একটা ইঙ্গিত রয়েছে। তা হল, বিধায়কদের পারফরমেন্স খারাপ বা স্থানীয় স্তরে তাঁদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, তাঁরা টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও এবার হয়তো চিন্তায় পড়বেন। টাউন সভাপতির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আবার পঞ্চায়েতে পিছিয়ে থাকলে শুধু গ্রাম প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে'। ব্লক ধরে ধরে সেই রদবদল পুজোর আগেই করে ফেলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা ও ব্লক স্তরে সংগঠনের মধ্যে যাঁদের পারফরমেন্স ভাল, তাঁরা টিকে গেছেন, কারও বা পদোন্নতি হয়েছে। আবার যাঁর পারফরমেন্স খারাপ বা যাঁর বিরুদ্ধে সংগঠনের স্তরে অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের সরিয়েও দেওয়া হয়েছে। জেলার বড় নেতা বা মন্ত্রী ধরে কেউ পার পাননি।

কালীঘাট সূত্রে খবর, এবার পুরসভাগুলির পালা। এ ব্যাপারে আই-প্যাক এক প্রস্ত সমীক্ষা করেছে। সংগঠনের স্তরেও সমীক্ষা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কৌশলের কোনও বদল না ঘটলে মাস খানেকের মধ্যে

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

ভবানীপুরের আউটসাইডার মন্তব্যে গোদি মিডিয়াকে দায়ী করলেন মমতা

উলটো করে দেয়। কিন্তু মানুষ জানে, আমি সব সময় তাদের পাশে আছি।'আমি বহিরাগত বলতে এখানে বসবাসকারী মানুষদের বোঝাইনি।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি দলের কাউন্সিলারদের মিটিংয়ে বলেছিলাম, বস্তি থেকে গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, তোমরা ওদের থাকার জন্য বাংলার বাড়ি বানাচ্ছো না কেন? বস্তিতে থাকা অপরাধ নয়। কেউ যদি জমি কিনে নেন, আর তার জন্য ২০০ জন মানুষকে তাড়িয়ে দেন—তা মানবিক নয়। আমি সেটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম।'

এর পরেই তোপ গোদি মিডিয়ার (Gadi media) দিকে—'আমার কথাটার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গোদি মিডিয়া, বলি এক করি আর এক। ওরা ভুল তথ্য ছড়াতে ওস্তাদ!'

মমতা আরও বলেন, 'আমি আমার দলের নেতাদের সতর্ক করেছিলাম, গরিব মানুষের পাশে থাকো। কাউকে অন্যায়ভাবে সরিয়ে দিও না। মানবিকতা নিয়েই আমাদের কাজ করতে হয়। কিন্তু সেটাকেই এমনভাবে প্রচার করা হল যাতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়।'

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার আলিপুরের ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে ভবানীপুর তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন দার্জিলিং থেকে। সেখানেই বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ভবানীপুরটা পুরো আউটসাইডারদের দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাইরে থেকে এসে অনেকেই জায়গা কিনে বাড়ি তৈরি করছে। কিন্তু ফ্ল্যাটে থাকলেও তারা পাচ্ছে না জল, ড্রেনেজ, পরিকাঠামোও নেই।'

(২ পাতার পর)

ছাব্বিশের ভোটের আগেই বহু পুরসভায় চেয়ারম্যান বদল হতে পারে, সমীক্ষা চলছে কালীঘাটে

বেশ কিছু পুরসভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান বদল করে নতুন মুখ আনা হতে পারে।

তৃণমূল সূত্রে বলা হচ্ছে, এ ব্যাপারে অভিষেক তাঁর পুরনো অবস্থানেই অনড়। একুশের মঞ্চে তিনি বলেছিলেন,'শুধু নিজের কথা ভাবলে চলবে না। পুরসভা ভোটে আপনি কাউন্সিলরের টিকিট পাবেন, জিতবেন, আর লোকসভা ভোটে আপনার জায়গায় দল আশানুরূপ ফল করবে না, আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে দল। তা সে যত বড় নেতার ছত্রছায়ায় থাকুন না কেন।'

লোকসভা ভোটে বাংলায় কমবেশি ৭৪টি পুরসভায় পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। তার মধ্যে কিছু পুরসভায় ফলাফল ছিল খুবই খারাপ। যেমন শিলিগুড়ি পুরসভা। সেখানে পুরসভার ৩৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩২টিতেই পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। তবে এ যাত্রায় ঠিক কতগুলো পুরসভায় চেয়ারম্যান বদল হবে তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। সেই সংখ্যাটা ৩০ থেকে ৪০ হতেই পারে।

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, এই পদক্ষেপ কৌশলগত হতে পারে। বর্তমান তৃণমূল সরকার ১৪ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় রয়েছে। এর ফলে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা তৈরি হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। তবে কোথাও কোথাও পুরসভাগুলোর খারাপ পারফরমেন্সের জন্য বা স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে বেশি ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে যত না অসন্তোষ তার চেয়ে বেশি অসন্তোষ স্থানীয় পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। ছাব্বিশের ভোটের আগে তাই এই ধরনের পুরসভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান বদল করে স্থানীয় স্তরে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা মোকাবিলা করার চেষ্টাও হতে পারে।

অসমের গুয়াহাটি আইআইটি-তে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহজে গবেষণা করার পন্থা পদ্ধতি নিয়ে আঞ্চলিক স্তরে সপ্তম পরামর্শদাতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল

নতুন দিল্লি, ১৭ অক্টোবর, ২০২৫

অসমের গুয়াহাটির আইআইটি-তে নীতি আয়োগের উদ্যোগে দুদিনের আঞ্চলিক স্তরে সপ্তম পরামর্শদাতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহজে গবেষণা করার পন্থাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, বিজ্ঞান মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা গবেষণা ও উন্নয়নের পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করে তোলার বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করেছেন।

গুয়াহাটি আইআইটি-র নির্দেশক, অধ্যাপক দেবেন্দ্র জালিহাল স্বাগত ভাষণে দেশের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে গতি আনার জন্য সরকার, শিক্ষা ও শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। নীতি আয়োগের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর অধ্যাপক বিবেক কুমার সিং বর্তমান সময়কালের চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন অ্যাপ তৈরিতে বৈজ্ঞানিকদের আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজকর্ম যাতে সহজেই করা যায়, সেই

এরপর ৫ পাতায়

(২ পাতার পর)

সারদাকাণ্ডে জামিন-মামলায় আপাতত স্বস্তি রাজীব কুমারের

গুরুতর বিষয়। এই মামলার সঙ্গে অবমাননার আবেদনের সম্পর্ক রয়েছে। এরপর CBI-এর আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই বলেন, আপনি কি গত ৬ বছরে একবারও রাজীব কুমারকে ডেকেছিলেন?পর্যবেক্ষণে প্রধান বিচারপতি বলেন, এটি অবাক করার মতো বিষয়, মামলাটি ৬ বছর ধরে বিচারাধীন। গত ৬ বছর ধরে তদন্তের সময় আপনারা তাকে ডাকেননি। ৬ বছরে এটি তালিকাভুক্ত করার জন্য আপনারা কোনও পদক্ষেপ নেননি। এরপর আজ, শুক্রবার শুনানিতে রাজীব কুমারের জামিনের বিরুদ্ধে CBI-এর আবেদন বাতিল করল সুপ্রিম কোর্ট।

সারদাকাণ্ডে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজীব কুমারের বয়ান রেকর্ড করে সিবিআই। কলকাতায় তাঁর বাসভবনের সামনেও পৌঁছে গিয়েছিলেন সিবিআই অফিসাররা, তা নিয়ে সেই সময় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরে শিলংয়ে তাঁকে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারপরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রাজীব কুমার। মঞ্জুর করা হয় আগাম জামিন। হাইকোর্টের রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় CBI। ২০১৯ সালের ২৯ নভেম্বর নোটিস ইস্যু করে সর্বোচ্চ আদালত। ৬ বছর পর সোমবার ফের সেই মামলার শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। এদিন সারদাকাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়ল CBI. বর্তমান ডিজি-র ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার জন্য তাঁকে অকারণ হেনস্থা করা হচ্ছে বলে সওয়াল করেন রাজীব কুমারের আইনজীবী। তিনি সওয়াল করেন,'আজ পর্যন্ত CBI তলব করেনি। তদন্তে সহযোগিতা করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন রাজীব কুমার। শর্ত সাপেক্ষে আগাম জামিন মঞ্জুর করা হয়, তা লঙ্ঘন করা হয়নি। শিলংয়ে তাঁকে ৪৮ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এখন কেন তারা আদালত অবমাননার আবেদন করছে? রাজীব কুমারের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার জন্য।'

সম্পাদকীয়

কলকাতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু, ১২ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ-চাকরির নিয়োগপত্র দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুর্গাপুজোর মুখে কলকাতায় অতিবৃষ্টিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শুক্রবার কালীপুজোর মঞ্চ থেকে ওই ১২টি পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণ তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিগুলিকে রাজ্য সরকারের তরফে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হল দু'লক্ষ টাকা করে।বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল যাঁদের, তাঁদের পরিবারের হাতে রাজ্যের এই ক্ষতিপূরণ ও চাকরির নিয়োগপত্র কিছুটা হলেও তাঁদের ভাঙা সংসারে মনোবল বাড়াবে বলেই মত প্রশাসনের।একইসঙ্গে ১২টি পরিবারের একজন করে সদস্যের হাতে তুলে দেওয়া হল হোমগার্ডে চাকরির নিয়োগপত্র।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অর্থ দিয়ে কোনও মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হয় না। তবু দুঃসময়ে পরিবারের পাশে থাকতে রাজ্যের তরফে এই আর্থিক সাহায্য ও চাকরির ব্যবস্থা করা হল।

পুজোর মুখে কয়েক ঘণ্টার টানা বৃষ্টিতে কলকাতায় ১২ জনের মৃত্যু হয়েছিল। জল জমে যাওয়ায় একাধিক জায়গায় বিদ্যুতের খোলা তারে পা দিয়েই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তাঁদের। মুখ্যমন্ত্রী সেই সময়েই স্পষ্ট ভাষায় দায় চাপিয়েছিলেন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন -এর উপর। তিনি বলেছিলেন, ''এই গাফিলতি একান্তই সিইএসসি-র। তাই ক্ষতিপূরণ দিক ওরাই।''

সে সময় মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, সিইএসসি যদি মৃতদের পরিবারকে চাকরি না দেয়, তবে সেই দায়িত্ব নেবে রাজ্য সরকার। কী ধরনের চাকরি মিলতে পারে, তাও খোলাখুলি বলেছিলেন মমতা, ''হোমগার্ড বা সিভিক পুলিশের মতো কাজ দেওয়া হবে।''

গত বুধবার উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃতদের পরিবার পিছু পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, তাঁদের পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরিও দেওয়া হচ্ছে। ওই বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কলকাতায় ফিরে জমা জলে মৃত পরিবারগুলির হাতে ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়া হবে।" এদিন সেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(অষ্টম পর্ব)

মহাদেব তিনি সত্য ন্যায় পথিক ছিলেন,এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেবাদিদেব নিজেই রাজনীতি করেছিল এই থেকে রাজনীতির সূত্রপাত। তবে রাজনীতি নিয়ে আজ লেখার কোন বিষয় বস্তু নয়, গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এ কথাটি লিখতে বাধ্য হয়েছি। ফিরে আসি দেবাদিদেব মহাদেবের আদি কথাতে, শিবের আরাধনা করে বহু মানুষ বহু উপকৃত হয়েছে। তেমনি তথ্য বিশ্বজুড়ে বিরাজমান। বেকার দের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না তারা যতই শিক্ষিত হোক না কেন। বেকাররা সমাজ ও আত্মীয়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

গুজরাট সরকারের অন্দরে বিবাদ জেরে ইস্তফা দিলেন মন্ত্রীরা

বেবি চক্রবর্ত্তী

গুজরাট রাজ্যে কয়েকদিন ধরেই চলেছিলে বিবাদের ঝড়। কিন্তু বিষয়টা যে এই পর্যন্ত পৌঁছাবে তা কেউ আশা করেন নি। গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আর সবাই পদত্যাগ করেছেন। একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল ইস্তফা দেননি। একাই কি তিনি রাজ্য সামলাবেন? সরকারের অন্দরে দ্বন্দ্ব নয়, গুজরাট ক্যাবিনেটে আসছে বিরাট বদল। আর সেই জন্যই মুখ্যমন্ত্রী বাদে ১৬ জন মন্ত্রীই ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন পদ থেকে। শোনা যাচ্ছে, ৭ থেকে ১০ জন, যারা বুধবার পর্যন্ত মন্ত্রী ছিলেন, তারা নতুন ক্যাবিনেটে স্থান পেতে পারেন। বাকি সব পদে নতুন মুখ আনা হবে।গুজরাটে হতে চলেছে নতুন মন্ত্রীসভা, নতুন নিয়ম। জানা গিয়েছে, আজ, শুক্রবারই সকাল সাড়ে ১১টায় গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেবে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সূত্রের আরও খবর, এবার মন্ত্রিসভার আকার বাড়তে পারে। আগে ক্যাবিনেটে ১৬ জন মন্ত্রী ছিলেন, এবার ২৬ জন মন্ত্রী হতে পারেন। এই নতুন মন্ত্রিসভায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নেতারা যেমন থাকবেন, তেমনই যুব প্রজন্মের নেতাও থাকবেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠকে বসেছিলেন বিজেপি জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল। এরপরই গোটা মন্ত্রিসভা বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল ও সুনীল বনসল সকল মন্ত্রীদের সঙ্গে একে একে দেখা করেন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তখনই ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

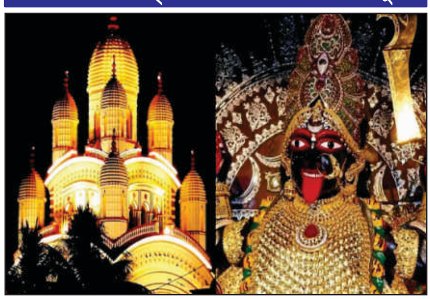

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রথম, "ঋগ্বেদের নক্ৎ-কৃষ্ণী, যিনি পৌরাণিক মহাদেবীর খোলসের মত"; মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইনিই "শুম্ভ নিশুম্ভ বধের কাহিনীতে 'কালিকা' অর্থাৎ কালো মেয়ে" (৩: ১২৯)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের এক বছরের সাফল্য সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া; উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতের চালিকাশক্তি হিসেবে বর্ণনা করলেন তিনি

নতুন দিল্লি, ১৭ অক্টোবর, ২০২৫

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন এবং যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের এক বছরের সাফল্য সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী ডঃ চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি-সহ মন্ত্রকের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী সিন্ধিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক বছরে এই অঞ্চলে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। সংস্কার, জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চল নতুন আস্থায় ভরপুর। এই অঞ্চল প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতায় দেশের প্রথমসারিতে এগিয়ে এসেছে।

শ্রী সিন্ধিয়া জানান, দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উৎপাদনের হার অনেক বেশি। এই অঞ্চলে সাক্ষরতার হারও অন্যান্য অঞ্চলের নিরিখে বেশি। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনবিন্যাসের বৈচিত্র্য নতুন শক্তি সঞ্চার করে। এই অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের নেতৃত্বে পর্যটন, বিনিয়োগ, হস্তশিল্প, কৃষি, পরিকাঠামো, খেলাধুলা, অর্থনৈতিক করিডোর এবং আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। শিলং বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ, কৈলাশহর বিমানবন্দরের উন্নয়ন সহ এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রী সিন্ধিয়া জানান, ডিসেম্বরে দিল্লিতে অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবে আটটি রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। আগরতলায় অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ব্যাঙ্কার্স কনক্লেভে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ৫১-টি নতুন শাখা খোলা ছাড়াও এটিএম কাউন্টার খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর্যটন ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটাতে আসামের মুগা সিল্ক, মেঘালয়ের লাকাডঙ হলুদ, মণিপুরের পোলো এবং ত্রিপুরার আনারস বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। কাজিরাঙা, জিরো, সোহরা, থেনজল, মাতাবাড়ি, কিষামা, নামচি এবং মৈরাং-এ পর্যটন শিল্পের প্রসারে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গত ১১ বছরে এই অঞ্চলে নতুন নতুন বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে। এক সময়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যে মাত্র নটি এয়ারপোর্ট ছিল। সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশে কোনো বিমানবন্দর ছিল না। বর্তমানে ওই অঞ্চলে ১৭-টি বিমানবন্দর রয়েছে। এর মধ্যে চারটি অরুণাচল প্রদেশে। ২০২৯ সালের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যে রেল যোগাযোগ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে যুক্ত করতে ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড

এরপর ৬ পাতায়

(৩ পাতার পর)

অসমের গুয়াহাটি আইআইটি-তে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহজে গবেষণা করার পন্থা পদ্ধতি নিয়ে আঞ্চলিক স্তরে সপ্তম পরামর্শদাতাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল

বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

কলকাতার ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা, ডঃ সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বুদ্ধ গয়ার আইআইএম-এর নির্দেশক ডঃ বিনিতা সহায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আলাদা আলাদাভাবে গবেষণামূলক কাজ না করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা স্কুল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গবেষণাধর্মী কাজের প্রসার ঘটানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

এই বৈঠকে বলা হয়েছে, ভারতের বিজ্ঞান ক্ষেত্রকে শুধুমাত্র সহজে গবেষণামূলক কাজ করার উদ্যোগে আবদ্ধ রাখলে চলবে না, গবেষণাধর্মী কাজকর্মগুলি যাতে বাস্তব জীবনে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে এবং শিল্পায়নে গতি আনতে ভারতের বিজ্ঞানমহলকেও সক্রিয় হতে হবে বলেও বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা মতপোষণ করেছেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

ভারতীয় অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষ তার হলদিয়ায় মাল্টি-মোডাল টার্মিনালটি সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে পরিচালনার জন্য আইআরসি ন্যাচারাল রিসোর্সেসকে হস্তান্তিত করেছে

নতুন দিল্লি, ১৭ অক্টোবর, ২০২৫

বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রকের ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (আইডাবলুএআই) বা ভারতীয় অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষ, সংস্থার হলদিয়ায় মাল্টি-মোডাল টার্মিনালটি সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে পরিচালনার জন্য আইআরসি ন্যাচারাল রিসোর্সেসকে হস্তান্তিত করেছে। দেশে অভ্যন্তরীণ জলপথ সংক্রান্ত পরিকাঠামো মানোন্নয়নের জন্য এবং পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাপনাকে উৎসাহিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনাগুলির পরিচালনা করতে উদ্যোগী হয়েছে।

আইডাবলুএআই, বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় হলদিয়ায় এই মাল্টি-মোডাল টার্মিনালটি গড়ে তুলেছে। এখানে প্রতি বছর ৩০ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিকটন পণ্য ওঠানো-নামানো করা যেতে পারে। এই টার্মিনালটি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৩ সালের ১৩ জানুয়ারি উদ্বোধন করেছিলেন। ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে এই টার্মিনাল যুক্ত। এখানে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাও রয়েছে।

আইডাবলুএআই সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে এই টার্মিনালটির দক্ষ পরিচালনার জন্য উদ্যোগী হয়। এর জন্য বাজারে দরপত্রের আহ্বান করা হয়। দেখা যায় আইআরসি ন্যাচারাল রিসোর্সেস সংস্থাটি সব থেকে বেশি দরপত্র জমা দিয়েছে। আগামী ১০ বছর এই সংস্থা হলদিয়া বন্দরের টার্মিনালের কাজ চালাবে। পরবর্তীতে আরও পাঁচ বছর অতিরিক্ত সময়কালে এই নিয়ম জারি থাকতে পারে। দরপত্র জমা দেওয়ার সময়ে আইআরসি প্রতি মেট্রিকটন পণ্য ওঠানো-নামানোর ক্ষেত্রে ১০৫ টাকা ৩ পয়সা রয়্যালটি বাবদ আইডাবলুএআই-কে প্রদান করবে।

এর ফলে, হলদিয়া টার্মিনালে পণ্য ওঠানো-নামানোর কাজে গতি আসবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি-সহ বাংলাদেশে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব বিকল্প একটি রুট পাওয়া যাবে। জলমার্গ বিকাশ প্রজেক্টের আওতায় কেন্দ্রের অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ এবং সুস্থায়ীভাবে পরিচালনা করতে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। ফলস্বরূপ গঙ্গা-ভাগিরথী-হুগলী নদীকে ব্যবহার করে ১ নম্বর জাতীয় জলপথ দিয়ে পণ্য পরিবহণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য এর ফলে উপকৃত হবে। আইডাবলুএআই জলমার্গ বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে, ৬০টি জেটির মানোন্নয়ন। নদীতীরে বসবাসরত নাগরিকরা এর মাধ্যমে উপকৃত হবেন।

(৫ পাতার পর)

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের এক বছরের সাফল্য সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া; উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতের চালিকাশক্তি হিসেবে বর্ণনা করলেন তিনি

ত্রিদেশীয় মহাসড়ক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কৃষি, উদ্যানপালন এবং শিল্পায়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভোজ্য তেলের জন্য জাতীয় মিশনের আওতায় এই অঞ্চলে ৬৮ হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। বাঁশ শিল্পের প্রসারে ১২৬ কোটি টাকার বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। মোট ২ হাজার ৫৮৭ জন হস্ত শিল্পীকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করতে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্যও নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নীতি আয়োগের সদর দপ্তরে ভারত সফররত শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ১৭ অক্টোবর, ২০২৫

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ডঃ হারিনী নিরেকা অমরসুরিয়া ১৬ অক্টোবর, নীতি আয়োগের সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। দুটি দেশের সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করতে এবং পরিকাঠামো, শিক্ষা, পর্যটন, দক্ষতার বিকাশ এবং কৃত্রিম মেধা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ভারত যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছে, সে বিষয়ে তাঁকে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী নীতি আয়োগের বিষয়ে তার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিভাবে এই প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও রাজ্যগুলির সঙ্গে নানা বিষয়ে পর্যালোচনা করে নীতি নির্ধারণ করে থাকে, সে বিষয়টি তাঁর কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে। শ্রীমতী অমরসুরিয়া শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগের বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী সুমন কে বেরি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। বিভিন্ন পরিকাঠামো মূলক প্রকল্পে পিএম গতিশক্তি-র মতো উদ্যোগ, সর্বাঙ্গীন শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র প্রয়োগ, কৃত্রিম মেধা ও প্রশাসনিক কাজে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে অবগত করা হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত ও শ্রীলঙ্কার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে একটি উপস্থাপনা শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রদর্শিত হয়। ক্যান্ডি-তে ভারতে পণ্য পরিবহণের জন্য মাল্টি-মোডাল ব্যবস্থাপনা-সহ একটি সর্বাঙ্গীন অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়-ও তাদের আলোচনায় স্থান পায়। নীতি আয়োগের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করা, সুস্থায়ী উন্নয়নের অগ্রগতি এবং স্থানীয়স্তরে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য দক্ষতার বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রতিবেশী প্রথম এবং মহাসাগর উদ্যোগের মাধ্যমে উভয় পক্ষই একটি প্রযুক্তি নির্ভর জনমুখী অংশীদারিত্বকে নিবিড় করার বিষয়ে সহমত পোষণ করেছে।

সিনেমার খবর cinema TV

থালাপতি বিজয়ের বাড়িতে বোমা হামলার হুমকি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তামিলাগা ভেটরি কাজাগমের (টিভিকে) প্রতিষ্ঠাতা অভিনেতা থালাপতি বিজয়ের জনসভায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় হইচই পড়ে যায় গোটা দেশে। এই ঘটনার পর নিহতদের পরিজনদের সান্ত্বনা দেওয়ার পাশাপাশি শীঘ্রই করুরে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অভিনেতা। এছাড়াও আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। কিন্তু থামছে না অশান্তি। এবার বিজয়ের বাড়িতে বোমা রাখা হয়েছে বলে এল হুমকি ফোন।

রাত তিনটার দিকে একটি 'ভয়েস মেল' আসে বিজয়ের কাছে। সেখানে জানানো হয়, অভিনেতার চেন্নাইয়ের বাড়িতে নাকি বোমা আছে। তড়িঘড়ি পুলিশকে খবর দিলে 'বম্ব স্কোয়াড' অভিনেতার বাড়িতে আসে। তন্নতন্ন করে বাড়ির তল্লাশি চালানো হয়। যদিও কিছুই পাওয়া যায়নি অভিনেতার বাড়ি থেকে। প্রথমে বাড়ির বাইরে তল্লাশি চালানো হয়। পরে অভিনেতার বাড়ির অন্দরেও তল্লাশি চালায় পুলিশ।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর করুরে বিজয়ের দল টিভিকের সমাবেশে জড়ো হয়েছিলেন প্রায় ৩০ হাজার সমর্থক। সেখানেই পদপিষ্টের ঘটনাটি ঘটে। তাতে ৪১ জন নিহত এবং কমপক্ষে ৬০ জন আহত হন। সে রাজ্যের পুলিশ সূত্রে খবর, মাত্র ১০ হাজার মানুষ ধরতে এমন স্থানে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকাও ঠিকমতো মানা হয়নি। ইতিমধ্যেই মৃতদের পরিবারের জন্য ২০ লাখ রুপি এবং আহতদের জন্য ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন বিজয়। এই দুর্ঘটনার জন্য তিনি যে অত্যন্ত ব্যথিত, সে কথাও জানিয়েছেন। বিজয় বলেন, অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। আপনাদের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আপনাদের পাশে আছি, থাকব।

তামিল সিনেমায় ফিরছেন সামান্থা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জনপ্রিয় ভারতীয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু আবারও ফিরছেন তামিল সিনেমায়। শোনা যাচ্ছে, তিনি অভিনয় করতে যাচ্ছেন সিম্বু (সিলাম্বরসান টি আর)-এর বিপরীতে নতুন একটি গ্যাংস্টারধর্মী ছবি 'অরাসান'-এ। ছবিটি পরিচালনা করছেন তামিল চলচ্চিত্রের খ্যাতিমান নির্মাতা ভেত্রীমারান।

তেলেগু গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, সামান্থা বর্তমানে ছবিটির প্রাথমিক আলোচনায় রয়েছেন। যদিও এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু ঘোষণা আসেনি, তবে সব কিছু চূড়ান্ত হলে 'অরাসান' হবে সামান্থা ও সিম্বুর বহু প্রতীক্ষিত পুনর্মিলন। তারা শেষবার একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন ২০১০ সালের রোমান্টিক হিট 'ভিন্নাইথান্ডি বরুভায়া'**-তে।

সিনেমাটির গল্প ভেত্রীমারান পরিচালিত ধানুশ অভিনীত 'ভাদা চেন্নাই'-এর বিস্তৃত জগতের অংশ বলে জানা গেছে। তাই 'অরাসান' নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ শুরু থেকেই বেশ তুঙ্গে।

তামিল ইন্ডাস্ট্রিতে সামান্থার সর্বশেষ কাজ ছিল ২০২২ সালের ছবি 'কাতুভাকুলা রেন্দু কাধাল', যেখানে তিনি অভিনয় করেন বিজয় সেতুপতি ও নায়ানথারার সঙ্গে। ছবিটি বক্স অফিসে ভালো সাড়া পেলেও সমালোচকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পায়।

এর আগে সামান্থাকে দেখা গেছে অ্যামাজন প্রাইমের অ্যাকশনধর্মী ওয়েব সিরিজ 'সিটাডেল: হানি বানী'-তে, যেখানে তার সহশিল্পী ছিলেন বরুণ ধাওয়ান।

শাহরুখের জান্নাতে চলে যাওয়া উচিত, কাশ্যপের কথায় নেট দুনিয়ায় তোলপাড়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিনব কাশ্যপের নিশানায় শাহরুখ খান। তাঁর দাবি, দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত শাহরুখের। কিন্তু কেন এমন বিতর্কিত দাবি অনুরাগ কাশ্যপের ভাইয়ের?

মুম্বাইয়ে শাহরুখের বাড়ির নাম 'মান্নাত'। দুবাইয়েও তাঁর একটি বিলাসবহুল বাসস্থান রয়েছে। সেই বাড়ির নাম 'জান্নাত'। এই দুই নামের বিশ্লেষণ করে অভিনবের দাবি, দেশ ছেড়ে এবার দুবাইয়ে গিয়েই থিতু হওয়া উচিত শাহরুখের।

অভিনব সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, শাহরুখের দুবাইয়ের বাড়ির নাম 'জান্নাত'। আর মুম্বাইয়ের বাড়ির নাম 'মান্নাত'। এর অর্থ কী? অর্থাৎ এই দেশে থেকে শুধু প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। এই দেশে থেকে চাহিদার কোনও শেষ নেই। কিন্তু স্বর্গ অর্থাৎ জান্নাত হচ্ছে দুবাইয়ে। ওখানেই যদি স্বর্গ থাকে, তা হলে ভারতে আপনি কী করছেন?

আরিয়ানের প্রসঙ্গ টেনে এনে অভিনব বলেন, শাহরুখের ছবিতে সংলাপ রয়েছে, 'ছেলের গায়ে হাত লাগানোর আগে বাবার সঙ্গে কথা বলো।' এই ধরনের মানুষকে কী বলব? সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে গিয়ে ওরা প্রাসাদ বানিয়েছেন। আমাদের কী যায় আসে ওদের সম্পত্তির পরিমাণ দিয়ে? ওরা কি আমাদের খেতে দেন? শাহরুখ নিঃসন্দেহে খুব ভাল কথা বলেন। কিন্তু ওর উদ্দেশ্যও মোটেই ভাল নয়।"

অভিনবের এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছেন শাহরুখের অনুরাগীরা। তাদের দাবি, কোনও কাজ না পেয়ে অভিনব তারকাদের আক্রমণ করে চলেছেন।

এর আগে সালমান খানকে আক্রমণ করেছিলেন অভিনব। তিনি দাবি করেছিলেন, সালমানের পরিবারের কেউ স্বাভাবিক মানুষ নয়। তারা প্রত্যেকে অপরাধজগতের সঙ্গে জড়িত।

ভারতের অধিনায়ক হয়ে যা বললেন গিল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতীয় দলের নতুন অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথমবার মুখ খুললেন শুভমান গিল। সম্প্রতি রোহিত শর্মার কাছ থেকে ওডিআইর নেতৃত্বের ব্যাটন গ্রহণ করেছেন গিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের ঠিক আগে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে তাঁর পূর্বসূরি রোহিত শর্মার নেতৃত্বের গুণাবলী নিয়ে অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন এই তরুণ ক্রিকেটার।

নেতৃত্ব পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শুভমান গিল জানান, বিসিসিআই-এর প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করার খানিক আগেই তিনি বিষয়টি জানতে পারেন।

নতুন দায়িত্বভার নিয়ে উচ্ছ্বসিত গিল বলেন, টেস্ট ম্যাচের মাঝেই ঘোষণা হয়, তবে আমি তার একটু আগেই জানতে পারি। অবশ্যই এটা একটা অনেক বড় দায়িত্ব এবং তার থেকেও বড় সম্মান। আমি এই ফরম্যাটে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পেরে খুবই উত্তেজিত। গত কয়েক মাস আমার জন্য খুব রোমাঞ্চকর ছিল।

টেস্ট ক্রিকেটে কিছুদিন আগেই নেতৃত্ব শুরু করা শুভমান গিল এবার ওডিআই-তেও অধিনায়ক। তিনি তিন ফরম্যাটেই নিজেকে প্রমাণ করতে এবং দলের হয়ে সবকিছু জিততে আগ্রহী। তিনি আরও বলেন, আমি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি। আমি যতটা সম্ভব বর্তমানকে ধরে রাখতে চাই এবং আমরা দল হিসেবে বা আমি ব্যক্তিগতভাবে কী অর্জন করেছি তা ফিরে দেখতে চাই না। আমি শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই এবং আগামী মাসগুলোতে আমাদের যা কিছু আছে তার সবই জিততে চাই।

অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে এখন আর টেস্ট বা টি-টোয়েন্টিতে গিলের সতীর্থ হিসেবে পাওয়া যাবে না। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজে হিটম্যানকে পাশে পাবেন তিনি। গিল অকপটে স্বীকার করেন যে, নেতা রোহিতের কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন। মাঠে তাঁর শান্ত স্বভাব হোক বা দলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করার ক্ষমতা সবটাই গিলকে অনুপ্রাণিত করে।

শুভমান গিল বলেন, রোহিত ভাইয়ের কাছ থেকে আমি অনেক গুণ শিখেছি; তার মধ্যে অন্যতম হলো তাঁর স্থিরতা এবং দলের মধ্যে তিনি যে ধরনের বন্ধুত্ব তৈরি করেন, তা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আমি তার কাছ থেকে এই গুণগুলোই নিতে চাই।

১১ বছর পর বিগ ব্যাশে ফিরছেন স্টার্ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ ১১ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার মিচেল স্টার্ক ফিরছেন বিগ ব্যাশ লিগে (BBL)। আসন্ন ২০২৪-২৫ মৌসুমে তিনি খেলবেন নিজের পুরোনো দল সিডনি সিক্সার্সের হয়ে।

আগামী ১৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাচ্ছে এবারের বিগ ব্যাশ, চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। স্টার্কের দলে যোগ দেওয়ার সম্ভাব্য সময় ৮ জানুয়ারি, কারণ ওই দিন শেষ হবে চলতি অ্যাশেজ সিরিজ।

গত দুই মৌসুমের মতো এবারও স্টার্ককে সাপ্লিমেন্টারি খেলোয়াড় হিসেবে স্কোয়াডে রেখেছে সিক্সার্স। তবে এবারের পার্থক্য হলো সম্প্রতি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ায় এবার বিগ ব্যাশের দ্বিতীয়ার্ধে খেলার বাস্তব সুযোগ তৈরি হয়েছে তার সামনে।

বিগ ব্যাশের নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি দলকে দুটি সাপ্লিমেন্টারি স্পট দেওয়া হয়, যেখানে তারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় চুক্তিভুক্ত খেলোয়াড়দের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এতে করে মূল স্কোয়াডের ১৮ জনের জায়গা নষ্ট হয় না।

স্টার্ক নিজেই নিশ্চিত করেছেন এবারের বিগ ব্যাশে খেলার বিষয়টি। তিনি বলেন, 'বিগ ব্যাশে সিক্সার্সের নতুন ম্যাজেন্টা জার্সি গায়ে তোলার অপেক্ষায় আছি। গত এক দশক ধরে ক্লাবটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছি। সবকিছু ঠিক থাকলে এই গ্রীষ্মেই মাঠে নামছি। সিক্সার্স আমার হৃদয়ের খুব কাছের দল। বিগ ব্যাশ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের স্মৃতিগুলো এখনো তাজা। এবারও লক্ষ্য একটাই—আমাদের সমর্থকদের জন্য ট্রফি জেতা।'

স্টার্ক সর্বশেষ ২০১৪ মৌসুমে সিক্সার্সের হয়ে খেলেছিলেন, যেখানে ১০ ম্যাচে নিয়েছিলেন ২০ উইকেট।

এছাড়া, বিগ ব্যাশের প্রথম মৌসুমে (২০১১-১২) ৬ ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি, যেখানে পার্থ স্কর্চার্সকে হারিয়ে সিক্সার্স জিতেছিল উদ্বোধনী আসরের শিরোপা।

ভারত সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ক্যামেরন গ্রিন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। অনুশীলনে কোমরের পাশের মাংসপেশিতে হালকা টান পড়ে তার। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) জানিয়েছে, 'গ্রিন সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন শেষ করে শেফিল্ড শিল্ডের তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় ফেরার পথে আছেন, যাতে অ্যাশেজের জন্য প্রস্তুতি অব্যাহত রাখতে পারেন।'

গ্রিনের পরিবর্তে দলে ডাকা হয়েছে মার্নাস লাবুশেনকে। আগামীকাল শেফিল্ড শিল্ড ম্যাচ শেষে অ্যাডিলেড থেকে পার্থে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে স্কোয়াডে যোগ দিবেন এই ব্যাটার। পরদিনই ভারতের বিপক্ষে ৫০ ওভারের সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া।

চোট কাটিয়ে সম্প্রতি আবার পুনরুদ্দমে বল করা শুরু করেছিলেন গ্রিন। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে না খেলে গত সপ্তাহে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে শিল্ড ম্যাচে খেলেন

২৬ বছর বয়সী অলাউন্ডার। সেই ম্যাচে ৪ ওভার বল করে একটি উইকেটও পান তিনি।

গ্রিনের চোটে ভারতের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে অভিষেক হতে পারে ম্যাথিউ রেনশরের। বাঁ হাতি এই ব্যাটার অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে শেষ চার ম্যাচে ৫০ গড়ে রান করেছেন। স্ট্রাইক রেটও দারুণ দুই বছরেরও বেশি সময় পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা এই ব্যাটারের। ভারতের বিপক্ষে চার নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামতে পারেন রেনশ।

আগেই ছিটকে পড়েছিলেন জশ ইংলিস। পারিবারিক কারণে প্রথম ম্যাচ থেকে নিজের নাম তুলে নেন অ্যাডাম জাম্পাও। এবার বড় দুঃসংবাদ হয়ে এলো ক্যামেরন গ্রিনের চোট।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR